ভূমিকা

এই বইটি যে-ভাবে হয়ে উঠল, তার কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। হয়ে উঠল হঠাৎ-ই। কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, আর-একটু সময় নিয়ে করলে ভালো হত।

প্রিয়ব্রত দেব সে-রকম ভাবেন নি। তাঁকে এক দিন কথায়-কথায় জানানো হল যে, জীবনানন্দ তাঁর জীবনের শেষ ছ' বছর প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও ডায়েরি লেখেন নি, গোটা সাত-আট খাতাতে প্রায়শই লিখেছেন তাঁর দৈনিক বিশদ ও বহুধা-বিচিত্র কর্মসূচি, মাঝে-মধ্যে প্রবন্ধ এবং চিঠি—অনেক চিঠি, এবং হয়তো তাঁর ভবিষ্যতের কোনও উপন্যাসের পয়েন্টস ; কবিতা প্রায় না ; তাঁর একান্ত ভাবে পারিবারিক প্রসঙ্গ প্রায় নেই-ই, যদিও তাঁর নিজের অসুস্থতার ও তার চিকিৎসার—এবং অপরিপূরিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাধ-আহ্লাদের—উল্লেখ আছে তাঁর কর্মসূচির অন্তর্গত হয়ে ; মূল প্রসঙ্গটা সর্বদা হয়েছে তাঁর নির্ভেজাল কর্মহীনতা এবং দুরপনেয় আর্থিক দুর্দশা, এবং তা কাটিয়ে উঠতে কোনও একটা কাজের আশা ক'রে—সর্বদা অধ্যাপনার চাকরি নয়—প্রভাবশালী পরিচিত-অল্পপরিচিত সারস্বত ব্যক্তিদের ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের সমীপে পুনঃপুনঃ চিঠি লিখে অথবা সশরীরে হাজির হয়ে প্রার্থনা জানানো ; লাইফ ইনসিওরেন্স'এর এজেন্ট'এর চাকরি ও টিউশনি করেছেন আমৃত্যু; বিশ্ববিদ্যালয়'এর পরীক্ষার-খাতা দেখবার কাজ পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়'এর এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ'এর স্বনামধন্য শিক্ষকদের পিছনে ঘোরাঘুরি করেছেন, মিথ্যে কথা ব'লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'এর পরীক্ষার-খাতা দেখবার একটা কাজ জুটিয়েছেন, কিন্তু সুযোগটা গিলতে পারেন নি ; অধ্যাপক এম. সেন'এর কাছে ধরনা দিয়েছেন নোট-বইতে লিখবার বরাত পাওয়ার জন্য ; ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখবার কামনা ক'রে সম্পাদকমশাইদের ধরেছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন, পুস্তক-সমালোচনা করেছেন কিঞ্চিৎ বেশি কাঞ্চনমূল্য পাওয়া গেছে ব'লে ; পুরোনো—কদাচ নতুন—কবিতা মেঝে-ঘ'ষে নতুন ক'রে তুলে না চাইতেই সম্পাদকমশাইকে অফিসে অথবা বাড়িতে গোছা ক'রে পৌঁছে দিয়েছেন প্রকাশিত হবে আশা ক'রে, সর্বদা-যে সে-সব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে আর উনি টাকা পেয়েছেন, তা নয়, ফেরতও এসেছে ; ক্রসওয়ার্ড ও স্কোয়ারওয়ার্ড পাজল সমাধান করেছেন, মিলে গেলে অল্প-স্বল্প টাকা উপায় হত সে-কালে—আমৃত্যু ; *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে (এবং

কাটিং কেটে রেখে) দরখাস্ত করেছেন কলেজে-কলেজে—কলকাতা'র, মফস্‌সলের, এমন-কী বহির্বাংলার ; কলেজের, খবরের-কাগজের, ইউএসআইএস'এর, পোর্ট কমিশনার্স'এর, রেডিও'র ও আরও নানা অকুস্থানের বন্ধুদের চিঠি লিখে-লিখে উত্যক্ত করেছেন ; জেনারাল অর্ডার সাপ্লাই'র ছোটো একটা উদ্যোগে বন্ধু জোগাড় ক'রে নিয়ে জুটে পড়েছেন ; লিভ ভেকেন্সি'তে কোনও-কোনও কলেজে-যে মাস কয়েকের স্বল্পমেয়াদি চাকরি পান নি, তা নয়, কিন্তু সে-সব চাকরি স্থায়ী আশ্বাসের কোনও জিনিস ছিল না ; হাওড়া গার্লস কলেজ'এর চাকরিটায় আশ্বাস ছিল, কিন্তু কলেজে যাতায়াত করাটা তাঁর অসুস্থ শরীরের উপর খুবই একটা ধকলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; ডি. পি. আই.'এর অফিসে, ডিরেক্টর অফ এডুকেশন'এর অফিসে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে গিয়ে ধরনা দিয়েছেন, কোনও সুবিধে হয় নি, ভারত সরকার'এর শিক্ষাসচিব হুমায়ুন কবির চিঠি লিখে দিয়েছেন, তবু হয় নি; কবির-সাহেব তাঁকে বিধানচন্দ্র রায়, জ্যোতি বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার আদি কেন্দ্রস্থ ক্ষমতাধর ভারি-ভারি মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, তিনি করেন নি, হয়তো সাহসে কুলোয় নি, হয়তো যে-প্রান্তিকতায় বাস করেছেন তিনি, সেখান থেকে উজিয়ে গিয়ে দেখা করতে চান নি : তাঁরা 'দূরের মানুষ' ; তিনি বরং কবির-সাহেবকেই ধ'রে থেকেছেন, অজস্র চিঠি লিখেছেন তাঁকে, যদিও কখনও উত্তর পান নি, কবির-সাহেব শেষ-পর্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি তাঁর জন্য, কিন্তু দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পাশে দাঁড়ানোর একটা ধাত তো কবির-সাহেবের ছিল। খ্রি. ১৯৪৬ বরিশাল'এর বি. এম. কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে দেশভাগের আগেই কলকাতা'য় চ'লে এসেছিলেন তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সত্যপ্রসন্ন দত্ত'র এই আশ্বাসের উপর ভরসা ক'রে যে, কুমিল্লা'র দত্ত'দের কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন'এর সহায়তায় হুমায়ুন কবির যে-কাগজটা করেছিলেন—*দৈনিক রাজ*—তাতে তাঁর একটা চাকরি বাঁধা ; চাকরিটা যখন টিকল না, তিনিও খুব আর্থিক অনটনে প'ড়ে গেলেন, সঞ্জয়-সত্যপ্রসন্ন আর কোনও একটা জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আশা করেছিলেন জীবনানন্দ ; কিন্তু, তাঁরা তা পারেন নি, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাও শনৈঃ-শনৈঃ অধোগামী হচ্ছিল তখন ; তবু, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন ব'লে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং'এর কর্তব্যক্তিদের কাছে সত্যপ্রসন্ন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে চাকরি করাটা, অবশ্য, হয়ে ওঠে নি।

অধিকন্তু, তাঁর বাসা-বাড়ির পরিবেশ নিয়েও তিনি কম উত্যক্ত ছিলেন না। দু'টো বাড়তি টাকা আয় করার জন্য তাঁর বাসা-বাড়ির একটা অংশ তিনি সাবলেট করছিলেনই, নিজের পরিবারের ঢের স্থান-অসংকুলানের ভিতরে থেকেও ; শেষ-মেষ এসে জুটলেন যিনি, তিনি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির (যে-সব প্রতিষ্ঠানে তিনি এজেন্ট'এর কাজ করতেন) বড়োবাবুদের খুবই ন্যাওটা ছিলেন, নাচতেন গাইতেন রাতভোর আসর বসিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতেন, করতে ভালোবাসতেন। জীবনানন্দ'র লেখাপড়া পারিবেশিক শান্তি মাথায় উঠেছিল ব'লে তিনি তাঁকে তুলে দিতে আকাশ-পাতাল চেষ্টা করেছেন, পারেন নি ; তারাশঙ্কর-সজনীকান্ত'কে ধ'রে সরকারি সাহায্য পাওয়ার কথা ভেবেছেন, তাঁদের কাছে চিঠি লিখে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করতে পারেন নি, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স'এর কর্তাব্যক্তি কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়'কে ধরেছেন, সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু তাঁর অসহায়তা জ্ঞাপন করেছেন ; ধরেছেন কবি অজিত দত্ত'কেও, তিনি তখন সে-রকম একটা প্রতিষ্ঠানের প্রচার-অধিকর্তা, যা অনেক ক'টা ব্যাংক'কে ও ইনসিওরেন্স কোম্পানি'কে দেখভাল করে, তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন নি; পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাদের কাছে গিয়েছেন মধ্যবর্তী মানুষের সাহায্য নিয়ে, কিছুতে কিছু হয় নি। অগত্যা নিজের ও ভাই-বোনের সামর্থ্যের উপর ভর ক'রে গড়িয়াহাট'এ একটা ছোটো ক্যানভাস'এর পার্টিশন-দেওয়া ঘর ভাড়া করেছেন, শান্তিতে লেখাপড়া করবেন ভেবে, ঘরটা আর ব্যবহার করতে পারেন নি, পুরোনো আমলের সাহিত্যিক বন্ধুকে গছিয়ে দেবার ধান্দা করেছেন ; একই ভাবে মূল কলকাতা'র আশেপাশের গ্রামের দিকে এক টুকরো জমি খুঁজে বেড়িয়েছেন গাঁয়ের দেশের মত কাঠ-বাঁশ-টালি-টিনের একটা বাড়ি বানিয়ে নিয়ে শান্তিতে থাকবেন কল্পনা ক'রে, অথবা খবরের-কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সস্তার একটা ফ্ল্যাট অথবা জমি খুঁজেছেন, হয় নি কিছু।

ধার করেছেন সম্ভাব্য যে-কোনও সূত্র থেকে ; ভাই-বোন-ভ্রাতৃবধূ, ইনসিওরেন্স কোম্পানি, স্কটিশ ইউনিয়ন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সত্যপ্রসন্ন দত্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এমন-কী প্রতিভা বসু'র কাছ থেকে; শোধ করেছেন লিখে, নগদ কিস্তিতে, খেপে-খেপে ; ভাইএর কাছ থেকে পাওয়া মাসোহারা, লিখে টাকা, সাবলেট-জাত টাকা, টিউশনির ও ইনসিওরেন্স'এর দালালির টাকা—নিয়মিত অর্থাগমের জন্য প্রধানত এ-সব সূত্রের উপর নির্ভর করেছেন, মাঝে-মধ্যে কলেজে চাকরির টাকা, অধিকন্তু। বুদ্ধদেব বসু'র পরামর্শে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়'এর অধ্যাপককে নিজের কবিতা অনুবাদ ক'রে পাঠিয়েছেন—ডলার ব'লে কথা!—উত্তর পান নি ; নিউ ডিরেকশন নামের প্রখ্যাত মার্কিন প্রকাশন-সংস্থার মালিক কবি জেমস লাফলিন'কেও চিঠি লিখে দেখেছেন। 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার'টা পেলে চাকরি-বাকরিতে সুবিধে হতে পারে, ভেবে দেখেছেন, কিন্তু তার জন্য একটা নতুন কবিতার-বই প্রকাশিত হতে হয়, সিগনেট'কে ও পূর্বাশা'কে ঢের ভজিয়েছেন, হয় নি।

শেষ-পর্যন্ত ট্রামের নিচে চ'লে গেছেন। কিন্তু, যাবার আগে এ-বিশ্বাসটা গাঢ় ভাবে ধারণ করেছেন যে, যদিও কাটাতে হচ্ছে এখন 'উইদাউট ফুড', ভবিষ্যতে কোনও এক দিন ভালো দিন আসবে, তাঁর লেখার যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হবে, কিন্তু সে-দিন তিনি এ-ইহধামে থাকবেন না : করুণা প্রার্থনা করতে গিয়ে এ-কথাটা লিখেছিলেন তিনি হুমায়ুন কবির'কে ; লিখেছিলেন, এক জন সামান্য কর্মজীবী অপর মানুষের মতন বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তিনি শুধু—পেটে দু'টো ভাত, অঙ্গে এক খণ্ড বস্ত্র এবং মাথার উপরে একটা ছাত সম্বল ক'রে, তার বেশি কিছু চান নি, তাঁর দেশ তাঁকে এটুকু অন্তত দিক।

গল্পটা শোনা শেষ হলে প্রিয়ব্রত দেব তাঁর শেষ ছ' বছরের খাতা ক'টা দেখতে চাইলেন ; একটা পুরোনো ভারি লেফাপায় ভ'রে রাখা খাতা ক'টা তাঁকে এনে দেওয়া হলে তিনি তাদের লেফাপা থেকে বার ক'রে এক বার দু' বার চোখ বোলালেন, ঢুকিয়ে রাখলেন আবার, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। দিন কয়েক পরে ফোন ক'রে জানালেন হুবহু যে-রকম-আছে-সে-রকম-ভাবে খাতাগুলি তিনি ছেপে বার করছেন, এই বইমেলাতেই, ছোটো ক'রে একটা পরিচিতি লিখে দিতে হবে আমাকে। তিনি আশা করছেন, জীবনানন্দ'র পাঠকরা নিজেরাই তাঁদের নিজেদের মতো ক'রে স্বপ্রণোদিত উৎসাহবশত খাতাগুলির পাঠ উদ্ধার ক'রে নেবেন, এবং তাঁদের প্রিয় কবি-লেখকের শেষ ছ'টা বছর কী রকম অপরিসীম সার্থকতায় কেটেছে, ট্রামের নিচে গিয়ে পড়া অব্দি, জেনে নেবেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। তবু, ভেবে দেখলুম, খাতাগুলি যখন বই হয়ে বেরোবেই, কী ভাবে তাদের পড়া যেতে পারে, তার একটা ধরতাই-মতন জুগিয়ে দিতে পারলে কাজের হতে পারে। ফলত, সাকুল্যে আটটি খাতার প্রথমটির (খ্রি. ১৯৪৮) এবং শেষটির (খ্রি. ১৯৫৪) পাঠের টীকা তৈরি করার একটা চেষ্টা করা হল পুনরাবৃত্ত এনট্রি'গুলি যত দূর সম্ভবপর বাদসাদ দিয়ে। মাঝামাঝি যে-ছ'টি খাতা রয়ে গেল—খ্রি. ১৯৫০—একটি, খ্রি. ১৯৫১—তিনটি, খ্রি. ১৯৫২—একটি, খ্রি. ১৯৫৩—একটি (খ্রি. ১৯৪৯'এর কোনও খাতা নেই, সম্ভবত হারিয়েছে)—, তাদের পাঠ পাঠক নিজেই উদ্ধার করবেন (ধরতাই-মার্কা টীকাগুলি যদি তাঁর কাজে লাগে, ভালো) এবং তাঁর নিজস্ব টীকা তৈরি ক'রে নেবেন। খাতাগুলিতে তিনি পাবেন তাঁর পরিচিত কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া, পাঁচটি পরিচিত কবিতার জীবনানন্দকৃত তর্জমা, প্রখ্যাত সমাজসেবী-রাজনীতিক-সাহিত্যকর্মী লীলা রায়'কে নিয়ে একটি লেখার খসড়া, 'আমার মা' লেখাটার খসড়া, 'টাকা' নামে একটি আত্মজৈবনিক লেখার (? উপন্যাস) একটা খসড়া ছক, এবং ক্বচিৎ একটা-দু'টো কবিতা, হঠাৎ-এসে-পড়া কবিতার একটা-দু'টো লাইন এবং রাশি-রাশি কবিতার আগে-থেকে-বেছে-রাখা নাম। এ ছাড়া ঢের-ঢের চিঠি এক জন মরিয়া কর্মহীনের কর্ম প্রত্যাশা ক'রে—প্রধানত হুমায়ুন কবির'কে, এবং ডক্টর অমলেন্দু বসু'কে,

অধ্যক্ষ এম. এম. বেগ'কে, অশোক মিত্র'কে, নিজের ভাইকে, এবং আরও অনেক পরিচিত-অল্পপরিচিত ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে ; লীলা রায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'কনটেমপোরারি বেঙ্গলি পোয়েট্রি'—*স্টেটসম্যান* পত্রিকায়, তা নিয়ে আলোচনা ক'রে চিঠি ওই কাগজেই—তার খসড়া ; বিধান রায়'এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে দু' লাইনের একটা চিঠির খসড়া ; সে-সময়ের তরুণ কবিদের-ছোটোকাগজ-করিয়েদের লেখা ঢের চিঠির খসড়া ছোটোকাগজ-করিয়ে জনৈক তরুণ কবির কাছে এ-রকম একটা স্বীকারোক্তি : 'তিন-চার বছর আগেও সময় ক'রে বসলে শেষ-পর্যন্ত, কিছু-না-কিছু লিখতে পারতাম, কিন্তু নানা কারণে অনেক দিন ধ'রে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে—কবিতা লেখা অভ্যাসও নেই অনেক দিন—কিছুই হয়ে উঠছে না। কয়েকটি পূজা-সংখ্যায় কবিতা দিয়েছিলাম—৪/৫ বছর আগের লেখা।' কিন্তু মুখ্য পাঠই হচ্ছে তাঁর বিশদ ও বহুধা-বিচিত্র দৈনন্দিন কর্মসূচিগুলি, যাদের ভিতরে ধরা আছে তাঁর সামান্য মানুষের জীবনযাপন এবং মাত্রই বেঁচে থাকার জন্য অসম লড়াই এবং নিজেকে আরও উপযুক্ত ও শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য কামনা-বাসনা—এ-সবের বৃত্তান্ত। তাঁর ভাইকে এবং বোনকে যে-চিঠিগুলি লিখেছেন, তাতে তাঁর পারিবারিক স্থিতি-অস্থিতির আবছা চেহারাটা স্বপ্রকাশিত হয়ে পড়ে।

জীবনানন্দ'র পাঠকের কাছে বইটা একটা অভিনিবেশী উত্তেজনার উপায় জুগিয়ে দিতে পারে, প্রিয়ব্রত দেব'এর এ-বিশ্বাসটা সত্য প্রমাণিত হলে ভালোই লাগবে।

যে-দু' জন সম্মাননীয় মানুষ এই বইটা তৈরি ক'রে তুলতে অম্লান সহাস্যে সর্বদা সাহায্য করেছেন, তাঁরা অমিয় দেব এবং তরুণ মিত্র ; তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে কৃতার্থ বোধ করছি। ঋণ স্বীকার করতে হবে *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* বইটার কাছেও।

জানুয়ারি খ্রি. ২০০৯ ভূমেন্দ্র গুহ
কলকাতা

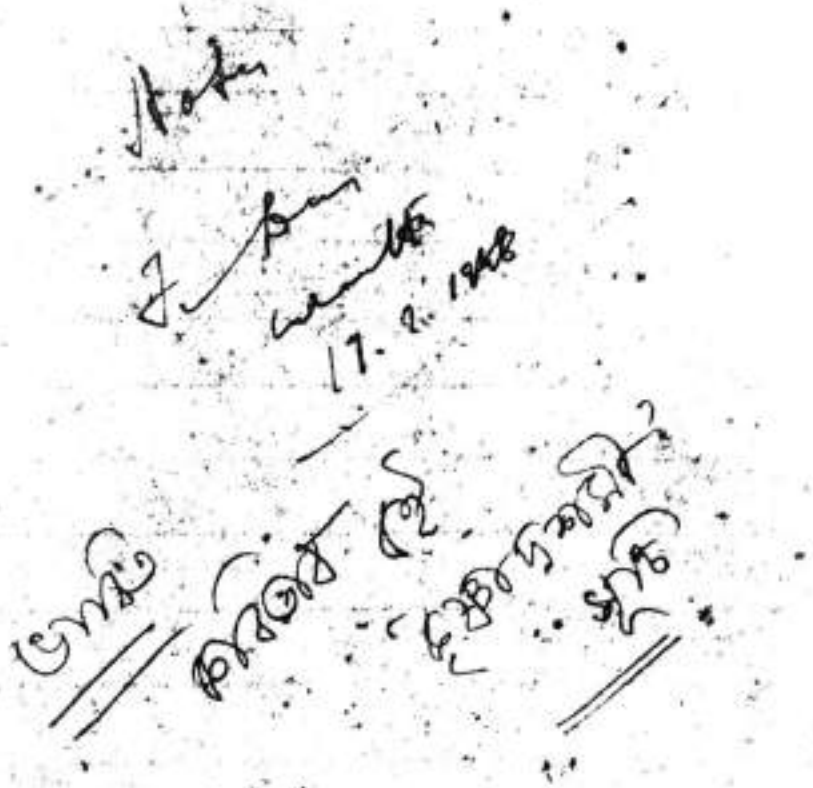

[illegible] (Signet Press)

Following poems:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] : ১৩৪১
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible] ([illegible] : ১৩৪৯)
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]
31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. [illegible]
35. [illegible]

To be added:

A. [illegible] ×
B. [illegible]
C. [illegible]?
D. That [illegible]
E. [illegible]

What is [illegible]

1. [illegible] (2nd edition)
2. [illegible] (2nd edition)
3. ~~[illegible]~~
4. Many [illegible] of [illegible]
5. [illegible] (new edition)
6. Any new work (of poems) or of prose
7. ~~What about poems which I send to [illegible]~~
8. Novel for [illegible]
9. About his idea about my poetry & spirit
10. About [illegible] which like [illegible] in [illegible]
11. About my personality in the light of [illegible]
12. How he explains his seeming indifference when I visit [illegible]
13. My [illegible] with [illegible]
14. Which I can see [illegible] Banking [illegible] [illegible]
15. Any other job

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] American Library [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible],
[illegible]
[illegible] [redacted] [illegible]
[illegible]
[redacted] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পৃ. ১ : তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইটার ভূমিকা লিখতে শুরু করেছিলেন, কেটে দিয়েছেন।

. . .

২১.২.'৫৪ : *করণীয় কর্মের তালিকা : করবেন :* আহমেদ হোসেন'কে, সুরজিৎ দাশগুপ্ত'কে, ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স'কে চিঠি লেখা; হুমায়ুন কবির'কে চিঠির খসড়া; *আনন্দবাজার পত্রিকা*'র দোল-সংখ্যার জন্য কবিতা বাছাই; আরও কয়েকটি কবিতা বেছে রাখা; *শ্রেষ্ঠ কবিতা*'র ভূমিকা লেখা; (তখন হাওড়া গার্লস কলেজ'এর ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হতে পেরেছিলেন গোপালচন্দ্র রায়'এর সঙ্গে বন্ধুত্বের বদান্যতায়) ক্লাসের 'লেসন' তৈরি।

কিনবেন : 'সুলেখা স্পেশাল' ঝরনা-কলমের কালি, ব্লেড, পেনসিল, খবরের-কাগজ—'সেই' সংখ্যা *দেশ; রীডার্স ডাইজেস্ট* কিনবেন কি অথবা পড়বেন কি?

পৃ. ২ : দেয়াল-ঘড়িতে দম দেওয়ার তারিখ ও সময় : ২০.২.'৫৪ : বিকেল ৬টা; ৪.৩.'৫৪ বৃহস্পতিবার : ঐ (বিকেল ৬টা)

ঠিকানা : Dr. Niharranjan Roy
Adviser on Cultural Affairs
Barma Govt
Post Box 1377
Rangoon

এবং,

দু জন ভদ্রলোকের, যাঁরা যথাক্রমে শিবপুর, হাওড়া'র ও খুরুট, হাওড়া'র মানুষ
(তাঁর ইনসিওরেন্স এজেন্সি'র কাজের সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট?)

পৃ. ৩-৬ : *জীবনানন্দ দাশ'এর শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইটার ভূমিকার খসড়া

. . .

আহমেদ হোসেন'কে লেখা চিঠি : তাঁদের আয়োজিত 'সাংস্কৃতিক সম্মেলন'এ যোগ দিতে পারছেন না ব'লে দুঃখিত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত'কে লেখা চিঠি : শরীর-টরির ভালো আছে তো? তাঁর শরীর ভালো নেই। 'এবং এ-বাড়ির সমস্যারও কোনও মীমাংসা হল না।' (যে-একটি ইনসিওরেন্স'এর কর্তাদের প্রিয়পাত্রী, অতএব ক্ষমতাময়ী, নাচিয়ে-গাইয়ে মহিলাকে তিনি তাঁর একতলার ফ্ল্যাট-বাড়ির একটা অংশ সাবলেট করেছিলেন, বাড়িতে হৈ-হল্লোড় ক'রে ও ভাড়া নিয়ে অশান্তি ক'রে তিনি জীবনানন্দ'কে খুব জ্বালাচ্ছিলেন। তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য সম্ভব-অসম্ভব বাস্তব-অবাস্তব সব চেষ্টা ক'রে দেখেছেন তিনি, সফল হন নি। কেউ এক জন খানিক বিশ্বস্ত হয়ে পড়লেই তাঁর জন্য সস্তায় একটা আস্তানা জুটিয়ে দিতে বলতেন তাঁকে; নিজেও কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ-খবর করতেন, বিজ্ঞাপনের কাটিং জমিয়ে রাখতেন; বোনকে

তাতিয়ে তুলে এক খণ্ড জমির খোঁজ করতে পুটিয়ারি থেকে হাবড়া কলোনি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন; কাজের-কাজ কিছু হয় নি)।

পৃ. ৭ : ১১.২.'৫৪ : *করণীয় কর্মের তালিকা* : *দেখা করবেন* অথবা *চিঠি লিখবেন* অথবা *ফোন করবেন* : জিতু দাশগুপ্ত (প্রাইভেট টিউটর, সতীর্থ) : কসবা'র টিউশানিটার এবং অন্যান্য টিউশানির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া, বিশেষত মাইনের দিকটা নিয়ে; অমিয় সেনগুপ্ত এবং সুকোমল বসু (অমিয় সেন খ্রি. ১৯৪৫ সিটি কলেজ'এর অধ্যক্ষ হন, সিটি কলেজ-গোষ্ঠীর রেক্টর হয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়'এর সেনেট-সিন্ডিকেট-অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'এর দাপুটে সদস্য ছিলেন, বরিশাল'এর মানুষ; সুকোমল বসু ছিলেন কবি এবং শিশুসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথ'এর প্রিয়পাত্র, *অগ্রগতি* পত্রিকাটা সম্পাদনা করতেন; দু' জন'এর ভিতরে একটা সংযোগ নিশ্চয়ই ছিল); দিলীপকুমার গুপ্ত; পুটু দাশগুপ্ত (খুড়তুতো বোন জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত'র ইঞ্জিনিয়ার স্বামী—এক টুকরো জমি খুঁজছিলেন, সেই সংসর্গে); হাবড়া কলোনি (সেই জমি খুঁজবার ব্যাপার); ডাক্তার সরোজ দাস (চিকিৎসক—রোগ-শোক বিষয়ে); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক; সে-সময়ের কংগ্রেসি আমলে সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতাশালীও বটেন)।

করবেন : গড়িয়াহাট এলাকায় নির্বিঘ্নে লেখার-পড়াশোনার জন্য যে-ঘরটি ভাড়া নেবেন, তার জন্য আগাম ভাড়াটা দিয়ে দেবেন; ব্যাঙ্কে গিয়ে নোট ভাঙানো; ভেবুল (ছোটোভাই), খুকি (বোন), হুমায়ুন কবির—এঁদের চিঠি লেখা; কবিতা লেখা, অথবা পুরোনো কবিতা পরিমার্জন করা; *শ্রেষ্ঠ কবিতা*'র ভূমিকা পুনর্মার্জনা এবং ফেয়ার কপি; তা-ই করা অপরাপর ইংরেজি ও বাংলা লেখা নিয়ে; *দেশ*'এর, দোল-সংখ্যা *আনন্দবাজার পত্রিকা*'র জন্য লেখা বাছাই; ঘরের ভিতর ঘর বানাতে ক্যানভাস দিয়ে পার্টিশান দেওয়া, তাঁর ল্যান্সডাউন রোড'এর বাসাবাড়ি থেকে উপভাড়াটে মহিলাকে না তুলতে পেরে শান্তিতে লেখাপড়া করার সুযোগ তৈরি ক'রে নিতে ভাই-বোন-নিজের অর্থ-সামর্থ্যে গড়িয়াহাটা'য় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন—ব্যবহার করতে পারেন নি যদিও—সেই ঘরটায়; চিকিৎসার সুবিধের জন্য রক্ত-মূত্র পরীক্ষা।

কিনবেন : ভাইটেকস (ওষুধ); ছেলে রঞ্জু'র জন্য ডিম ও ফল; জুতো; মনিহারি জিনিসপত্র; বই রাখবার জন্য একটা র‍্যাক অথবা আলমারি; বাক্স; চশমা।

যাবেন : দাঁত দেখাতে সুবোধ সেন (দাঁতের ডাক্তার)।

পৃ. ৯ : তারিখ অনির্দিষ্ট : *করণীয় কর্মের তালিকা* : বকেয়া কাজগুলি; এবং, *দেখা করবেন* অথবা *চিঠি লিখবেন* অথবা *ফোন করবেন* : প্রবোধকুমার সান্যাল (প্রখ্যাত সাহিত্যিক); সুবোধ রায় (শেষ ক' বছরের সদাশয় ভালো সাধারণ মানুষ এক জন পাড়ার বন্ধু); নরেশ গুহ (বিখ্যাত অধ্যাপক ও কবি); নির্মল চক্রবর্তী (অধ্যাপক, সিটি কলেজ); রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়।

করবেন : ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া; ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স'এর এজেন্ট হিসেবে পাওনা আদায়; ইনসিওরেন্স'এর জন্য নতুন খদ্দের পাকড়ানো; খুকি'কে চিঠি লেখা; ছেলে রঞ্জু'কে পড়াশোনা করানো; বেহালা'র দিকের জমিটার খোঁজ নেওয়া; মশারি কাচা; পুরোনো খবরের-কাগজ বেচে দেওয়া; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লেখা; কিছু ইংরেজি প্রবন্ধের বিষয় সাব্যস্ত করা আছে, লিখে ফেলা; কবিতার ও অন্যান্য লেখার পরিমার্জনা।

কিনবেন : কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখবার জন্য বাক্স; কসবা'র চাল, মাংস।

পৃ. ৯ : ১-৭.৩.'৫৪ : মোটামুটি ভাবে একই রকম *করণীয় কর্মের তালিকা*; এবং, ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি'র থেকে এজেন্সি ক'রে ৩৯ টাকা আয় করেছেন; নিয়মিত *রীডার্স ডাইজেস্ট* পড়ছেন; অমিয় সেনগুপ্ত-সুকোমল বসু-

জুটির সঙ্গে *আলেয়া* সিনেমা'র তপনকুমার ঘোষ যুক্ত হয়েছেন; তারাশঙ্কর-সজনী দাস'এর সাহায্য দরকার হাউস'এর থেকে কোনও একটা অর্থকরী কাজ পেতে, জানাচ্ছেন; সূর্য (যিনি জীবনানন্দ'র ইলেকট্রিক বিল-টিল জমা করে দেন) তাঁকে দমদম'এর একটা জমির কথা বলছেন অথবা দেখাচ্ছেন; হোমিওপ্যাথিক ওষুধ *ক্যালি ফস* ও আপেল কিনেছেন। *কল্লোল* পত্রিকার লেখক সুবোধ রায় লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার লিখছেন, তাঁর নতুন লেখা পড়ছেন। জমা-খরচের হিসেবে যোগ-বিয়োগ ক'রে হাতে ২১৯৭ টাকা এসেছিল, এখন ১৬০০ টাকা আছে।

পৃ. ১০-১১ : তাঁর ইরেগুলার পরীক্ষার্থী ছেলে, রঞ্জু, মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর) কেন্দ্রে আই. এস-সি. পরীক্ষায় বসেছিল; ফার্স্ট পেপার ও সেকেন্ড পেপার মিলিয়ে ঢের সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছে; অতএব সে পরীক্ষায় ভালো করে নি। অভিযোগ ক'রে চিঠি লিখেছেন সেকেন্ডারি বোর্ড'কে, খবরের-কাগজে লিখবেন কী-না, ভাবছেন।

পৃ. ১১-১২ : ৯.৩.'৫৪ : মোটামুটি ভাবে একই রকম *করণীয় কর্মের তালিকা*; অধিকন্তু, প্রখ্যাত ভারতীয় পুরাসাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ ডক্টর রমা চৌধুরী'কে প্রত্যুত্তরে চিঠি লিখছেন। রমা চৌধুরী সে-সময় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ'এর অধ্যক্ষা ছিলেন, খ্রি. ১৯৪৯-৬৭। আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে যে-একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন তিনি, তাতে জীবনানন্দ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, ছোটো একটা লিখিত বক্তৃতা দেবার অথবা কবিতা আবৃত্তি করার কথা ভেবেছিলেন, শেষ-পর্যন্ত যান নি। কোনও দিনই কোনও সভা-সমিতিতে নিতান্ত দায়ে না পড়লে যান নি। এড়িয়ে গিয়েছেন।

অন্তত পক্ষে আট কিসিমের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কিনেছিলেন অথবা কেনবার কথা ভেবেছিলেন।

পৃ. ১৩ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়'কে চিঠি : ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন না, পরিচিত হতে চেয়ে 'নির্দেশ' প্রার্থনা করেছিলেন, 'আপনার বাড়িতে আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে (অন্য কোনো লোক না থাকলে ভালো) কথাবার্তা বলতে পারলে খুব খুশি হব।' সম্ভবত, তাঁর সেই অবাঞ্ছিত উপভাড়াটেনিকে তুলে দিতে তারাশঙ্কর'এর সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন তিনি; তারাশঙ্কর তাঁর সতীর্থ, এবং সরকারি মহলে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল তখন।

পৃ. ১৪ : ১৩.৩.'৫৪ : *দৈনন্দিন করণীয় কর্মগুলি* প্রায় একই রকম; কয়েকটি বিশেষত্ব : *চতুরঙ্গ* হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র'কে এবং তারাশঙ্কর'কে কয়েকটি কবিতা পাঠাচ্ছেন; প্রেমেন্দ্র হলেও তারাশঙ্কর কবিতার মানুষ নন, সাক্ষাৎকারের প্রাক-প্রস্তুতি? গড়িয়াহাট'এর ভাড়া করা ঘরটির জন্য ৪৫ টাকা ভাড়া দিয়েছেন; পুরোনো সতীর্থ গল্পলেখক সুবোধ রায়'এর সঙ্গে জ'মে গেছে; তুষার মুখার্জি'র সঙ্গে যোগাযোগ করবেন; *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *যুগান্তর* অথবা বাংলাভাষী যে-কাগজই লেখা চাক তাঁর কাছে, দেবেন; স্টিফেন স্পেন্ডার পড়ছেন।

. . .

১৭.৩.'৫৪ : প্রায়ই একই রকম *দৈনিক কর্মসূচি*; বিশেষত্ব : শেষ-পর্যন্ত দোনোমোনো করতে-করতে চিঠিটা লিখেই ফেলেছেন হুমায়ুন কবির'কে, ডাকে ফেলতে গিয়ে গঁদ কিনতে হল; নতুন একটা বাসাবাড়ির জন্য দালাল লাগিয়েছেন, গড়িয়াহাট'এর ঘরটা নিয়ে কী করবেন? 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটা নিয়ে বসতে হবে; টালাপার্ক'এ থাকেন? —তারাশঙ্কর'কে চিঠি লিখবেন আবার; পোস্ট বক্স নম্বর'এ *দ্য স্টেটসম্যান*'এ চিঠি লিখবেন।

. . .

হুমায়ুন কবির'কে চিঠি : তিনি তো এখন খুব একটা উঁচু পদে আছেন; শিক্ষা, সাহিত্য, প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক